সংবাদ

তারিখ ... 26 DEC 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৭ .....

মন্ত্রীর আশ্বাসে

প্রাথমিক সহকারী শিক্ষকদের অনশন স্থগিত

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রীর দাবি বিবেচনার আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে তিনদিন পর আমরণ অনশন কর্মসূচি স্থগিত করেছেন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অনশনের তৃতীয় দিন গতকাল বেলা তিনটায় রাজধানীর মিন্টো রোডে গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমানের বাসভবনে শিক্ষক প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠকের পর তারা শর্তসাপেক্ষে আন্দোলন স্থগিতের ঘোষণা দেন।

বৈঠক শেষে শিক্ষকরা বলেন, 'মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন, তিনি আমাদের দাবি-দাওয়াগুলো বিবেচনা করবেন। আমরা অপেক্ষা করব। দাবি পূরণ না হলে আবার আন্দোলন।'

প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেছেন, 'না খেয়ে দাবি আদায় করা সম্ভব না। দাবি-দাওয়া পূরণ করতে হলে

প্রাথমিক : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

প্রাথমিক : সহকারী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আলাপ-আলোচনা করতে হয়। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে দাবি আদায় করা যায়। প্রাথমিকের সহকারী শিক্ষকরা আমাদের ওপর আস্থা রেখেছেন। আমি তাদের আস্থার প্রতিদান দিব। এই সরকারের মেয়াদকালীন সময়ের মধ্যে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকদের বেতন গ্রেডে সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে।'

পরে সন্ধ্যায় গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান, গণশিক্ষা সচিব মোহাম্মদ আসিফ-উজ-জামান, প্রাথমিক অধিদফতরের মহাপরিচালকের উপস্থিতিতে আন্দোলনরত প্রাথমিকের সহকারী শিক্ষকরা শরবত খেয়ে অনশন ভাঙেন। এ সময় প্রাথমিকের শিক্ষক প্রতিনিধি দলের নেতা তপন কুমার মণ্ডল বলেছেন, 'মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, তিনি আমাদের দাবি-দাওয়াগুলো বিবেচনা করবেন।'

টানা তিনদিনের অনশনে প্রায় অর্ধশত শিক্ষক অসুস্থ হয়ে পড়লে তাদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হয়। এই পরিস্থিতিতে গতকাল দুপুরের পর ১৫ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠকে বসেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী।

তিনি শিক্ষকদের অনশন ভাঙিয়ে বলেন, 'প্রধান ও সহকারী শিক্ষকদের মধ্যকার বেতন বৈষম্য রয়েছে কি না- এটা আমরা খতিয়ে দেখব। তবে পুরো বিষয়টি সময়সাপেক্ষ। আলোচনা না করে এবং যৌক্তিকতা বিবেচনা না করে এখনই আমি আপনাদের কাগজপত্র দিয়ে দিতে পারব না।'

এ সময় আন্দোলনরত শিক্ষকরা চিৎকার করে মন্ত্রীর বক্তব্যের প্রতিবাদ জানাতে থাকেন। শিক্ষক মহাজোটের নেতারা তখন তাদের শান্ত করার চেষ্টা করেন।

এর আগে গত শনিবার সকাল ১০টা থেকে প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক মহাজোটের উদ্যোগে এ অনশন কর্মসূচি চলছিল। মহাজোটের অধীনে সহকারী শিক্ষকদের ১০টি সংগঠনের কয়েক হাজার শিক্ষক দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসে যোগ দেয় অনশন কর্মসূচিতে। তাদের দাবি, আগের বেতন স্কেলগুলোতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকদের এক ধাপ নিচে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সহকারী শিক্ষকরা বেতন পেতেন। কিন্তু ২০১৫ সালের বেতন কাঠামোতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সহকারী শিক্ষকদের সঙ্গে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকদের ব্যবধান তিন ধাপ। এখন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সহকারী শিক্ষকরা ১৪তম গ্রেডে (মূল বেতন ১০ হাজার ২০০) বেতন পাচ্ছেন। প্রধান শিক্ষকরা পাচ্ছেন ১০তম গ্রেডে (মূল বেতন ১৬ হাজার টাকা)। সহকারী শিক্ষকরা এ বৈষম্য নিরসনে প্রধান শিক্ষকদের এক ধাপ নিচে ১১তম গ্রেডে (১২ হাজার ৫৫০) বেতন চান।

প্রাথমিকের শিক্ষক প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আন্দোলনরত সহকারী শিক্ষকরা চার শর্তে আন্দোলন স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। শর্তগুলো হলো- প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের ১০ গ্রেড স্থগিত, নতুনভাবে একসঙ্গে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকদের বেতন গ্রেড নির্ধারণ করা, প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকদের গ্রেডের মধ্যে যে বৈষম্য ছিল তা দূরীকরণ এবং প্রাথমিকের শিক্ষক প্রতিনিধি দলের একটি কমিটি দফতরে দফতরে (প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব ও প্রাথমিক অধিদফতরের মহাপরিচালক) গিয়ে শিক্ষকদের সমস্যাগুলো নিয়ে আলাপ-আলোচনা করবেন।

ইসলামী আন্দোলনের নেতাদের মঞ্চে উঠতেই দেয়া হয়নি

শহীদ মিনারে অনশন কর্মসূচিতে কমিউনিস্ট পার্টির নেতার বক্তব্য দেয়ার সময় মঞ্চে উঠতেই পারলেন না চরমোনাই পীরের দল ইসলামী আন্দোলনের নেতারা। গতকাল দুপুর ১টার দিকে ইসলামী আন্দোলনের যুগ্ম-মহাসচিব অধ্যাপক এটিএম হেমায়েত উদ্দিনের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল শিক্ষকদের দাবির প্রতি একাত্মতা জানাতে শহীদ মিনারে আসেন। ওই সময় বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা রুহিন হোসেন প্রিন্স মঞ্চে বক্তব্য দিচ্ছিলেন।

প্রতিনিধি দলটি বক্তব্য দেয়ার স্থানের কাছাকাছি এলে শিক্ষক নেতারা তাদের আটকে দেন। এই সময় হেমায়েত উদ্দিন বলেন, 'আমরা চরমোনাই পীরের নির্দেশে আপনাদের দাবির প্রতি একাত্মতা জানাতে এসেছি। আমরা মঞ্চে গিয়ে শিক্ষকদের সালাম জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে দাবি মেনে নেয়ার আহ্বান জানাব।'

এ সময় কয়েকজন শিক্ষক নেতা বলেন, 'আপনাদের যা বলার আমাদের বলুন, আমরা মাইকে জানিয়ে দেব।' ওই সময় হেমায়েত উদ্দিন বলেন, 'আমি দেখছি কমিউনিস্ট পার্টির রুহিন হোসেন প্রিন্স ভাই বক্তব্য দিচ্ছেন।

অন্যরা বক্তব্য দিয়েছেন বলে জেনেছি। আমরা দিলে ক্ষতি কী? আপনারা বিমাতাসুলভ আচরণ করছেন। কাউকে বক্তব্য দিতে দিচ্ছেন, আবার কাউকে দিচ্ছেন না। আমরা তো আপনাদের পক্ষে কথা বলতে এসেছি।'

এর জবাবে একজন শিক্ষক বলেন, 'আপনারা মঞ্চে গেলে আমাদের ক্ষতি হয়ে যাবে। আপনারা যেতে পারবেন না।' এ সময় শিক্ষকরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দেয়াল তৈরি করেন যাতে ইসলামী আন্দোলনের নেতাকর্মীরা আর এগোতে না পারেন। এ পর্যায়ে ইসলামী আন্দোলনের নেতাকর্মী ও শিক্ষকদের মধ্যে ব্যাপক বাগবিতণ্ডা হয়।

ইসলামী আন্দোলনের নেতাদের বক্তব্য দেয়ার সুযোগ না দেয়ার কারণ সম্পর্কে প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক ফাউন্ডেশনের সভাপতি শাহীনুর আক্তার বলেন, 'বলা হচ্ছে এই আন্দোলনে জামায়াত ঢুকে পড়েছে। এজন্য আমরা সতর্কতা অবলম্বন করছি।'